সপ্তম অধ্যায়: বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ ও প্রশাসন ব্যবস্থা

পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১

বাংলাদেশ সরকারের বিভাগসমূহ

A	B	C
দেশের সড়ক দুর্ঘটনা কমানোর লক্ষ্যে গাড়িচালকদের শাস্তির মাত্রা বৃদ্ধি করে আইন প্রণয়ন করেন।	যোগাযোগমন্ত্রী A বিভাগের প্রণীত আইন বাস্তবায়ন করেন। তিনি তার কাজের জন্য A বিভাগের কাছে জবাবদিহি করেন।	ঢাকা শহরে বাস দুর্ঘটনায় অনেক লোক মারা যায়। বাস চালক রনিকে বিচারের আওতায় এনে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হয়।

◀ *শিখনফল-২ ও ৩*

ক. সরকারি যাবতীয় সিদ্ধান্ত সর্বপ্রথম কোথায় গৃহীত হয়? ১

খ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আইনের অনুশাসন গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত A বিভাগের গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'রনিদের মত অপরাধীদের অপরাধ রোধে C বিভাগের স্বাধীনতা অপরিহার্য।' উত্তরের সপক্ষে তোমার যুক্তি দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারি যাবতীয় সিদ্ধান্ত সর্বপ্রথম সচিবালয়ে গৃহীত হয়।

খ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আইনের অনুশাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আইনের প্রাধান্য এবং আইনের দৃষ্টিতে সবার সমতার মাধ্যমে আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে জনগণ সমান সুযোগ লাভ করে। সমাজে কেউ ক্ষমতার অপব্যবহার করতে সাহস পায় না। ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আইনের অনুশাসন ব্যাহত হলে সুশাসন দুর্বল হয়ে পড়ে।

গ উদ্দীপকের উল্লেখিত A-বিভাগ বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ আইন বিভাগকে নির্দেশ করে।

সরকারের যে বিভাগ দেশের শাসনকাজ পরিচালনা ও বিচারকাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন এবং পরিবর্তন, পরিবর্ধন করে তাকে আইন বিভাগ বলে। আইন বিভাগের একটি অংশ হলো আইনসভা বা পার্লামেন্ট। গঠন কাঠামোর দিক থেকে আইনসভাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—এককক্ষ ও দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা। বাংলাদেশের আইনসভার নাম 'জাতীয় সংসদ'। এটি এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা। বাংলাদেশের আইনসভার মোট আসনসংখ্যা ৩৫০। এর মধ্যে ৩০০ আসনের সদস্যরা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। আর বাকি ৫০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। নির্বাচিত ৩০০ আসনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আসন পাওয়া দল সরকার গঠন করে। জাতীয় সংসদের কার্যকাল পাঁচ বছর। সংসদ অধিবেশন পরিচালনা করতে একজন স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার থাকেন, যারা সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হন। প্রধানমন্ত্রী সংসদের নেতা। তিনি নেতৃত্বদানের মাধ্যমে সংসদ পরিচালনায় কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। জাতীয় সংসদের গঠন কাঠামো ও পরিচালনার মূল ভিত্তি হলো সংবিধান।

ঘ রনিদের মত অপরাধীদের অপরাধ রোধে C বিভাগ তথা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অপরিহার্য — এ বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত।

বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা বাংলাদেশ সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের বিচার বিভাগ ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুসংগঠিত। বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী সুপ্রিমকোর্ট সংবিধান বহির্ভূত বিধানকে অবৈধ ঘোষণা করে শাসনতন্ত্রকে সমুন্নত রাখতে সাহায্য করে।

বিচার ব্যবস্থা একটি দেশের ন্যায়বিচারের মানদণ্ড। বিচার বিভাগ ন্যায়ানুগ ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দক্ষ শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলে। বাংলাদেশের বিচার বিভাগ নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে আইনের অনুশাসনকে অক্ষুণ্ন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সজীব রাখে। সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হিসেবে এটি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় প্রধান ভূমিকা রাখে। এছাড়া এ বিভাগ আইনের ব্যাখ্যা প্রদান ও প্রয়োগ করে; সংবিধান রক্ষা করে; রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধের মীমাংসা করে এবং শাসন বিভাগকে পরামর্শ প্রদান করে।

উদ্দীপকের সড়ক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে অপরাধী চালকদের রক্ষা করতে অনেক সময় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা বিচার বিভাগকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। তাই ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হলে অবশ্যই বিচার বিভাগকে প্রভাবমুক্ত থাকতে হবে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করতে হবে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারলেই কেবল অপরাধীরা শাস্তি পাবে এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে।

প্রশ্ন ▶২ একটি সভাকক্ষে জনাব জামসেদ সাহেব পরবর্তী অর্থবছরের জন্য দেশের বিভিন্ন খাতে অর্থ-বরাদ্দের জন্য একটি খসড়া উত্থাপন করেন। যার আংশিক অংশ নিম্নরূপ—

১. কৃষিখাত — ১০,০০০ কোটি টাকা
২. শিক্ষাখাত — ১৪,০০০ কোটি টাকা
৩. স্বাস্থ্যসেবা খাত — ৯,৫০০ কোটি টাকা
৪. সামরিক খাত— ১২,০০০ কোটি টাকা ক্রমান্বয়ে।

কিছু পরিমার্জনসহ জনাব তাওমিদ চৌধুরীর পরামর্শে এটি মঞ্জুর করা হয়। ◀ *শিখনফল-২*

ক. বিচার বিভাগ কাদের নিয়ে গঠিত হয়? ১

খ. সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগ কী ভূমিকা পালন করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে জাতীয় সংসদের কোন ক্ষমতা প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সংসদের বিভিন্ন কার্যাবলির সাথে জনাব তাওমিদ চৌধুরীর সম্পর্ক আরও ব্যাপক— বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রের সব আদালত এবং বিচারপতিদের নিয়ে বিচার বিভাগ গঠিত হয়।

খ সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রচলিত আইন অনুযায়ী অপরাধের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং আইন অমান্যকারীর বিচার করা বিচার বিভাগের প্রধান কাজ। এক্ষেত্রে বিচারকগণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে আইন অনুযায়ী ন্যায়নীতির ভিত্তিতে বিচারকাজ সম্পন্ন করেন। দেওয়ানি, ফৌজদারি ইত্যাদি যেকোনো মামলায় সত্য ঘটনা অনুসন্ধানের মাধ্যমে অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করে বিচার বিভাগ সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে।

গ উদ্দীপকে জাতীয় সংসদের অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা প্রতিফলিত হয়েছে।

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইনসভা অন্যতম। বাংলাদেশের আইনসভার নাম 'জাতীয় সংসদ'। দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত সংসদীয় শাসনব্যবস্থা অনুযায়ী জাতীয় সংসদের অন্যতম প্রধান ক্ষমতা হলো অর্থসংক্রান্ত বিষয় তদারকি করা। উদ্দীপকেও অনুরূপ কাজের প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, একটি সভাকক্ষে জনাব জামসেদ সাহেব পরবর্তী অর্থবছরের জন্য দেশের বিভিন্ন খাতে অর্থ বরাদ্দের একটি খসড়া বাজেট উপস্থাপন করেন। কিছু পরিমার্জনসহ জনাব তাওমিদ চৌধুরীর পরামর্শে এটি মঞ্জুর করা হয়। উদ্দীপকের অর্থসংক্রান্ত বিষয়টির সাথে জাতীয় সংসদের অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতাই সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রের তহবিল বা অর্থের রক্ষাকারী। সংসদের অনুমতি ছাড়া কোনো কর বা খাজনা আদায় করা যায় না। জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে বাজেট প্রণয়ন করে উপস্থাপন করা হয়। বাজেটের মধ্যে কোনো ভুল-ত্রুটি থাকলে সংসদ সদস্যদের দীর্ঘ বিতর্ক ও আলোচনার মাধ্যমে তা সংশোধন করা হয়। সংশোধিত হওয়ার পর জাতীয় সংসদ বাজেট পাস করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে জাতীয় সংসদের অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ সংসদের বিভিন্ন কাজের সাথে জনাব তাওমিদ চৌধুরীর অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক আরও ব্যাপক— উক্তিটি যথার্থ।

উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব তাওমিদ চৌধুরী প্রধানমন্ত্রীর প্রতিচ্ছবি। কেননা জনাব তাওমিদ চৌধুরীর পরামর্শে যেমন বাজেট মঞ্জুর করা হয়, তেমনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে জাতীয় সংসদে বাজেট উপস্থাপন ও গৃহীত হয়। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদের একজন সদস্য ও সংসদ নেতা। জাতীয় সংসদের বিভিন্ন কাজের সাথে প্রধানমন্ত্রীর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান।

বাংলাদেশে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। এ ধরনের শাসনব্যবস্থায় সংসদ সব ধরনের জাতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। বাংলাদেশের আইন প্রণয়নের সব ক্ষমতা জাতীয় সংসদের হাতে থাকলেও আইন প্রণয়নে প্রধানমন্ত্রীও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি জাতীয় সংসদে সরকারি বিলের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে সংসদের আইন প্রণয়ন বিষয়ক কাজ পরিচালিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে ও নির্দেশক্রমে অর্থমন্ত্রী বাজেট প্রণয়ন ও সংসদে উপস্থাপন করেন। প্রধানমন্ত্রী সফলভাবে সংসদ পরিচালনায়ও কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। বিরোধী দলের আস্থা অর্জন ও সহযোগিতা পেতে তিনি নেতৃত্ব দান করেন। সংসদে সকল সদস্যের অধিকার সংরক্ষণে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত বা ভেঙে দেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, জাতীয় সংসদের কাজের সাথে প্রধানমন্ত্রী গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ।

প্রশ্ন ▶৩ ২০১৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সংবিধানের "ষোড়শ সংশোধনী" বিল পাস হয়। বিলটি পাসের আগে সাংসদগণ বিভিন্ন প্রশ্ন করলে আইনমন্ত্রী সেসব প্রশ্নের জবাব দেন।

◀ *শিখনফল-২*

ক. তথ্য অধিকার আইন কবে জারি করা হয়? ১

খ. উদ্দীপকের প্রশাসনের আবশ্যকতা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের প্রথম বাক্যে আইনসভার কোন ধরনের কাজের চিত্র দেখানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষের বাক্যের কাজও কি একই ধরনের? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন জারি করা হয় ৫ এপ্রিল ২০০৯।

খ উদ্দীপকে প্রশাসন বলতে কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে নির্দেশ করা হয়েছে।

সরকারের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত সর্বপ্রথম যেখান থেকে গৃহীত হয় সেটিই হলো কেন্দ্রীয় প্রশাসন। একটি দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধির জন্য সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা খুবই প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। তাই দেশ এবং প্রশাসনিক শৃঙ্খলার স্বার্থে দেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য কেন্দ্রীয় প্রশাসন থাকা আবশ্যক।

গ উদ্দীপকের প্রথম বাক্যটি দ্বারা জাতীয় সংসদ তথা আইন বিভাগের আইন পরিবর্তনের ক্ষমতাকে নির্দেশ করা হয়েছে।

সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নামে একটি আইনসভা থাকবে এবং এর ওপর প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ন্যস্ত হবে"। সংবিধান অনুযায়ী সংসদ যেকোনো নতুন আইন প্রণয়ন এবং প্রচলিত আইন পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করতে পারে। এছাড়া সংসদ আইনের মাধ্যমে যেকোনো সংস্থা বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ প্রদান, বিধি, উপবিধি ও প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা দিতে পারে। সংসদে প্রণীত যেকোনো আইনে রাষ্ট্রপতি ১৫ দিনের মধ্যে সম্মতি প্রদান করবেন এবং তাঁর সম্মতি লাভের পরই উক্ত আইন কার্যকর হবে।

বাংলাদেশে ২০১৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর "ষোড়শ সংশোধনী" বিলটি পাস হয় যা এ সংক্রান্ত পূর্ববর্তী আইনের সংশোধন। কাজেই আমরা বলতে পারি, "ষোড়শ সংশোধনী" বিল পাস করার বিষয়টি জাতীয় সংসদের আইন পরিবর্তন কার্যক্রমের প্রতিফলন।

ঘ না, উদ্দীপকের শেষ বাক্যের কাজটি হলো জাতীয় সংসদ কর্তৃক শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ যা পূর্ববর্তী কাজ তথা আইন পরিবর্তন কিংবা প্রণয়নের সমার্থক নয়।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। এ নিয়ন্ত্রণ আইন বিভাগ দ্বারা কার্যকর করা হয়। প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভাকে শাসন সংক্রান্ত সকল কাজের জন্য সংসদের কাছে দায়ী থাকতে হয়। সরকার সংসদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। সংসদ সরকারের যেকোনো ভালো কাজের যেমন প্রশংসা করে, তেমনি সরকারের মন্দ কাজের সমালোচনাও করতে পারে। সংসদ মুলতবি প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীদের প্রতি প্রশ্ন বা অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

উদ্দীপক অনুসারে, আইনমন্ত্রী যখন সংসদে "ষোড়শ সংশোধনী" বিলটি উত্থাপন করেন তখন তাকে কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। তিনি আইনটির প্রয়োজনীয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে উত্থাপিত সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়ার পরে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সম্মতির মাধ্যমে বিলটি সংসদে পাস হয়।

কাজেই আমরা বলতে পারি, সংসদের উক্ত কার্যক্রম দ্বারা শাসন বিভাগের জবাদিহিতা ও আইন বিভাগ দ্বারা এর নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৪ আহমেদ সাহেব শহর এলাকার একটি আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান। তিনি এবং তার নির্বাচিত সহযোগীগণ এলাকার মানুষের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন কাজ করেন। এর ফলে, তিনি মানুষকে নানা প্রকার অংশগ্রহণমূলক কাজের মাধ্যমে প্রশাসনের সাথে যুক্ত করতে পারেন। *◀ শিখনফল-৪*

ক. আইন কী? ১

খ. উপজেলা পরিষদের কাঠামো বর্ণনা কর। ২

গ. উদ্দীপকের স্থানীয় সরকার এবং এ রকম অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো কীভাবে বিকশিত হয়? এর প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উল্লেখিত সংস্থা এবং এ রকম অন্য সংস্থাগুলো গণতন্ত্রকে জোরালো করে"— বিশ্লেষণ কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিকভাবে স্বীকৃত লিখিত ও অলিখিত বিধিবিধান ও রীতিনীতিকে আইন বলে।

খ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট হলো উপজেলা পরিষদ।

উপজেলা পরিষদ ১ জন চেয়ারম্যান ও ২ জন ভাইস চেয়ারম্যান (একজন নারী) নিয়ে গঠিত হয়। চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। এছাড়া এ পরিষদে থাকবেন উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলার এলাকাভুক্ত পৌর মেয়র এবং সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্যরা। উপজেলার ইউনিয়ন ও পৌরসভার সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

গ উদ্দীপকের আহমেদ সাহেবের নির্বাচনি এলাকার মাধ্যমে শহর অঞ্চলের স্থানীয় প্রতিষ্ঠান পৌরসভার কথা বলা হয়েছে।

উদ্দীপকের এবং এরকম অন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রশাসনিক পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে বিকশিত হয়।

আধুনিককালে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সরকারের পক্ষে কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যায়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করা সম্ভব হয় না। এজন্য প্রয়োজন শক্তিশালী স্থানীয় প্রশাসন বা প্রতিষ্ঠান। স্থানীয় পর্যায়ের প্রশাসন ও প্রতিষ্ঠান সরকারের মতোই নির্দিষ্ট সীমানা ও পরিসরে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। এক্ষেত্রে নির্বাচনী প্রচারণা, জনগণের অংশগ্রহণ, উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি অন্যতম। এসব কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা বাড়ে।

স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকাশে সবচেয়ে বেশি প্রভাব রাখে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন। এর মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ের জনগণ নিজেদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে দক্ষ হয়ে ওঠে। স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচনের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের জনসাধারণের মাঝে গণতান্ত্রিক মনোভাবের বিকাশ ঘটে। এভাবে ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের চর্চার মাধ্যমে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বিকশিত হয়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত সংস্থা পৌরসভা ও অন্যান্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান যেমন— ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ ও সিটি কর্পোরেশন গণতন্ত্রকে জোরালো করছে।

ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন হলো বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। এগুলোর মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে জনগণ প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করে। এতে নাগরিকরা স্থানীয় সরকারের শাসনকাজে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। আবার, উপজেলা ও জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে মূলত পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। এসব নির্বাচনে জনগণ অংশগ্রহণ ও ভোটাধিকার প্রদানের মাধ্যমে গণতন্ত্র চর্চার সুযোগ পায়। ফলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, আহমেদ সাহেব শহর এলাকার একটি আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান। তিনি ও তার নির্বাচিত সহযোগীরা এলাকার মানুষের কল্যাণে কাজ করেন। আহমেদ সাহেব শহর এলাকার আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান হওয়ায় বোঝা যায় তার প্রতিষ্ঠানটি হলো পৌরসভা। আর পৌরসভাসহ অন্যান্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান যেমন, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ ও সিটি কর্পোরেশন গণতন্ত্রকে জোরালো করছে।

প্রশ্ন ▶ ৫ জনাব সোহান চৌধুরী একটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান। ৬ জুলাই ২০০০ সালে বাংলাদেশ সরকারের একটি আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। তার মেয়াদকাল ৫ বছরের মধ্যে তিনি এলাকায় ব্রীজ, কালভার্ট নির্মাণসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন। *◀ শিখনফল-৪*

ক. জেলা প্রশাসন বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর কোন স্তরভুক্ত? ১

খ. শাসন বিভাগের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব সোহান চৌধুরী কোন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত কাজগুলো উক্ত প্রতিষ্ঠানের একমাত্র কাজ বলে মনে কর কি? যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ কর। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জেলা প্রশাসন বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর তৃতীয় স্তরভুক্ত।

খ যে বিভাগ রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন অনুযায়ী শাসনকাজ পরিচালনা করে তাকে শাসন বিভাগ বলে।

শাসন বিভাগ হলো যেকোনো রাষ্ট্রের মূল চালিকাশক্তি। রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে চৌকিদারের মতো সাধারণ কর্মচারি পর্যন্ত সকলেই শাসন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। মূলত এ বিভাগের মাধ্যমে আইনসভায় প্রণীত আইনের বাস্তবায়ন ঘটানো হয়। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্রের নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সমন্বয় ঘটানো হয়। বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাই প্রধানমন্ত্রী হলেন শাসন বিভাগের প্রধান।

গ উদ্দীপকের বর্ণিত জনাব সোহান চৌধুরী জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান।

প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার জন্য যেকোনো দেশের শাসনব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় এই দুই ভাগে বিভাগ করা হয়। স্থানীয় প্রশাসনের অন্যতম অংশ হলো স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার। বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে জেলা পরিষদ অন্যতম। বাংলাদেশ সরকার ৬ জুলাই ২০০০ সালে 'জেলা পরিষদ আইন-২০০০' প্রবর্তন করে। আইন অনুসারে খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান এই তিনটি পার্বত্য জেলা বাদে অন্য জেলায় জেলা পরিষদ

গঠনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। একজন চেয়ারম্যান, পনের জন সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনের পাঁচজন মহিলা সদস্য নিয়ে জেলা পরিষদ গঠিত হয়। এ পরিষদের মেয়াদ পাঁচ বছর।

উদ্দীপকে উল্লেখিত জনাব সোহান চৌধুরী একটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান। ৬ জুলাই ২০০০ সালে সরকারি একটি আইনের মাধ্যমে এটি গড়ে ওঠে। এর মেয়াদ ৫ বছর। সোহান চৌধুরী যা প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান তার সাথে বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে জেলা পরিষদের মিল রয়েছে। তাই বলা যায় সোহান চৌধুরী জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান।

ঘ না, উদ্দীপকের উল্লেখিত কাজগুলো জেলা পরিষদের একমাত্র কাজ নয়।

বাংলাদেশে প্রচলিত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর মধ্যে জেলা পরিষদ অন্যতম। তিন পার্বত্য জেলা বাদে বাকি ৬১টি জেলায় এ পরিষদের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। জেলা পরিষদের কাজ দুই ধরনের হয়, যেমন— আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক। উদ্দীপকে সোহান চৌধুরীর কাজের মাধ্যমে জেলা পরিষদের আবশ্যিক কাজের ধারণা দেওয়া হয়েছে। তবে এগুলো ছাড়াও তাকে কিছু ঐচ্ছিক কাজও সম্পাদন করতে হয়।

উদ্দীপকে সোহান চৌধুরী জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান। পাঁচ বছর মেয়াদকালের মধ্যে তিনি এলাকায় ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন; যা অবশ্য পালনীয়। তবে এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য তাকে কিছু ঐচ্ছিক কাজও করতে হবে। জেলা পরিষদের ঐচ্ছিক কাজের অংশ হিসেবে শিক্ষা, সংস্কৃতির বিকাশ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও গণপূর্ত বিষয়ক বিস্তৃত কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থ মজুরি প্রদান, শিক্ষার উন্নয়নে সহায়ক ব্যবস্থা গ্রহণ; সাধারণ মানুষের জন্য বয়সোপযোগী ক্রীড়া ও খেলাধুলার উন্নয়ন প্রভৃতি জেলা পরিষদের ঐচ্ছিক কাজের অর্ন্তভুক্ত। আবার জুয়াখেলা, মাদক সেবন, কিশোর অপরাধ ইত্যাদির মতো সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ; সালিশী ও আপসের মাধ্যমে এলাকার মানুষের বিভিন্ন বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থাও জেলা পরিষদ করে থাকে। এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা পরিষদ আদর্শ কৃষি খামার স্থাপন, উন্নত কৃষি পদ্ধতি জনপ্রিয়করণ, কৃষি যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ ও সরবরাহ পতিত জমি চাষের ব্যবস্থা গ্রহণ; বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত, সেচের পানি সরবরাহ, জমানো ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজ পরিচালনা করে। মূলত এলাকাবাসীর ধর্মীয় নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতি সাধনের জন্য জেলা পরিষদ এ কাজগুলো সম্পাদন করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের মূল লক্ষ্য হলো এলাকার উন্নয়ন সাধন। এজন্য তারা আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক দুধরনের কাজই সমান গুরুত্ব দিয়ে করে থাকেন।

প্রশ্ন ▶৬ জনাব রহমান একজন সংসদ সদস্য। তিনি আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনিক কাজে ভূমিকা রাখেন। তাঁর সহকর্মী জনাব জামান যিনি একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা, তাকে প্রশাসনিক কাজে সাহায্য করেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। এই সরকার পদ্ধতিতে প্রশাসনবিভাগ আইন বিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। *◀ শিখনফল-৪*

ক. বাংলাদেশে প্রশাসনিক স্তরগুলো কী কী? ১

খ. স্থানীয় প্রশাসন বলতে কী বোঝ? ২

গ. জনাব রহমান ও জনাব জামান তাদের দায়িত্ব পালনে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখেন— বক্তব্যটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. এই সরকার পদ্ধতিতে প্রশাসনিক বিভাগ আইন বিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়— উক্তিটির পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের প্রশাসনিক স্তরগুলো হলো : ১. কেন্দ্র, ২. বিভাগ. ৩. জেলা ও ৪. উপজেলা।

খ স্থানীয় প্রশাসন বলতে সাধারণত স্থানীয় পর্যায়ের তথা বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়।

প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডকে আঞ্চলিক পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য স্থানীয় প্রশাসনব্যবস্থার উৎপত্তি। এ প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় শাসন ও নিয়ন্ত্রণকে নিম্নস্তর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, রাজস্ব আদায় ও সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নই এর মূখ্য উদ্দেশ্য। এ ব্যবস্থায় স্থানীয় শাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিরা সরকারের এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য।

গ জনাব রহমান হলেন একজন মন্ত্রী এবং জনাব জামান সচিব হিসাবে তাকে প্রশাসনিক কাজে পরামর্শ দেন।

সচিবালয় বাংলাদেশের প্রশাসনব্যবস্থার কেন্দ্রে অবস্থিত। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও তার বিভাগসমূহের অফিসগুলোকে যৌথভাবে সচিবালয় বলে। প্রধানমন্ত্রীর পছন্দ অনুযায়ী প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে একজন মন্ত্রী নিযুক্ত হন। মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন একজন সচিব। তিনি মন্ত্রীকে যাবতীয় কাজে সাহায্য করেন। মন্ত্রণালয় পরিচালনার ব্যাপারে মন্ত্রী সচিবের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করেন।

উদ্দীপকে সংসদ সদস্য জনাব রহমান এবং তার সহকর্মী উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা জনাব জামানের কথা বলা হয়েছে। জনাব রহমান হলেন একজন মন্ত্রী যিনি আইন প্রণয়ন ও নিজের মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কাজে ভূমিকা রাখেন। জনাব জামান সচিব হিসেবে তাকে এসব কাজে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এর মাধ্যমে তারা প্রশাসনিক কাজে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখেন।

ঘ উদ্দীপকের সরকার ব্যবস্থা হলো গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এবং এই শাসনব্যবস্থায় আইন বিভাগ প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। এ নিয়ন্ত্রণ আইন বিভাগ দ্বারা কার্যকর হয়। প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভাকে শাসন সংক্রান্ত সকল কাজের জন্য সংসদের কাছে দায়ী থাকতে হয়। সরকার সংসদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। সংসদ সরকারের যেকোনো কাজের ভালো-মন্দ বিচার করতে পারে। সরকারের প্রশংসা ও সমালোচনা উভয়ই করতে পারে জাতীয় সংসদ। সরকারকে সকল শাসন সংক্রান্ত কাজের জন্য সংসদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের প্রতি মনোযোগ দিতে হয়।

উদ্দীপকের জনাব রহমান ও জনাব জামান যে সরকার ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত তা হলো গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় গণতন্ত্রকে কার্যকর রাখার জন্য আইন বিভাগ শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। সংসদ মূলতবি প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীদের প্রতি প্রশ্ন বা অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

সার্বিক আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ বা আইন বিভাগ কর্তৃক শাসন বা প্রশাসন বিভাগ নিয়ন্ত্রিত হয়।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ৭

তথ্য-১: পাঁচ বছর মেয়াদে কাজ করে। ওয়ার্ড সংখ্যা নয়টি। নয়টিতে নয়জন সাধারণ সদস্য থাকে, যারা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত। ১৯৯৭ সালে গঠনে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়।

তথ্য-২: ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনাসহ ৯টি অঞ্চল নিয়ে গঠিত। রাজধানী ঢাকাকে উত্তর ও দক্ষিণ দুইভাগে ভাগ করে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা হয়।

◀ *শিখনফল-৪*

ক. জেলা পরিষদ নেই কোন জেলায়? ১

খ. বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর তৃতীয় স্তর ব্যাখ্যা কর। ২

গ. তথ্য-১ এর শাসনব্যবস্থা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তথ্য-২ এ নির্দেশিত প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলায় জেলা পরিষদ নেই।

খ বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর তৃতীয় স্তর হলো উপজেলা প্রশাসন।

আমাদের দেশে উপজেলা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক স্তর। উপজেলার প্রশাসনিক কর্মকর্তা হচ্ছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার। তিনি বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিসের একজন সদস্য। তিনি উপজেলা পর্যায়ের অন্য কর্মকর্তাদের সহায়তার উপজেলার সকল উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন। এছাড়া তিনি উপজেলার শাসনব্যবস্থা ও শান্তি-শৃঙ্খলার কাজ দেখাশোনা করেন।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ ইউনিয়ন পরিষদের শাসনব্যবস্থা ব্যাখ্যা কর।

ঘ সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রমের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ▶ ৮ সাইক্লোনে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের একটি জেলার তিনটি গ্রামের বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বহুলোক আহত হয়। জেলা প্রশাসক 'ক' ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের জন্য নগদ অর্থ ও আহতদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। তিনি তার জেলার শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, সরকারি নীতি বাস্তবায়ন এবং রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে পালন করছেন বলে জেলার জনগণের কাছে তার সুনাম রয়েছে। ◀ *শিখনফল-৪*

ক. ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম কতো বছর? ১

খ. অভিশংসন কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সাইক্লোনে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ 'ক' এর কোন ধরনের কাজের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'জেলা প্রশাসক হলেন জেলার একজন বন্ধু'— উক্তিটি বর্ণিত অনুচ্ছেদের এবং পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম বা কার্যকাল পাঁচ বছর।

খ সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করার ক্ষমতা হলো অভিশংসন।

সংসদ রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন বা অপসারণ করতে পারে। সংবিধান লঙ্ঘন, গুরুতর অপরাধ, দৈহিক ও মানসিক অসুস্থতা ও অক্ষমতার জন্য সংসদ রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে পারে। প্রয়োজনে স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও ন্যায়পালকে অপসারণ করার ক্ষমতাও সংসদের রয়েছে।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ জেলা প্রশাসকের মানবতামূলক কাজ ব্যাখ্যা কর।

ঘ জেলা প্রশাসক হলেন জেলার বন্ধু — বিশ্লেষণ কর।

➤ অনুশীলনের জন্য আরও প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ৯ L নামক পরিষদগুলো ২১ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। এই পরিষদ গঠনের আইন প্রবর্তন হয় ৬ই জুলাই ২০০০ সালে। N নামক পরিষদ গঠনে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয় ১৯৯৭ সালে। এটি ১৩ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। ◀ *শিখনফল-৪*

ক. সাধারণভাবে সরকার বলতে কী বোঝায়? ১

খ. মন্ত্রী ও সচিব কীভাবে একে অপরের ওপর নির্ভরশীল? ২

গ. L নামক প্রতিষ্ঠানটি জনগণের কল্যাণে কী কী কাজ করে থাকে? ৩

ঘ. N নামক প্রতিষ্ঠানটির গঠন ১৮৭০ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত বার বার পরিবর্তন আনার প্রয়োজন ছিল কি? যৌক্তিক ব্যাখ্যা দাও। ৪

প্রশ্ন ▶ ১০ রহিম সাহেব ময়মনসিংহ বিভাগের অন্তর্গত জামালপুর শহরের একজন অধিবাসী। সেখানে নানারকম সমস্যা যেমন: বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাব, নালা নর্দমা-পয়ঃনিষ্কাশনের অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট, সেতুর করুণ অবস্থা প্রভৃতি সমস্যা দেখা দিয়েছে। এ অঞ্চলের মানুষ খুবই দুরবস্থায় জীবনযাপন করে। এসব সমস্যা দূর করতে জনগণের পক্ষে রহিম কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বর্তমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে এবং পর্যায়ক্রমে সমাধান করতে চেষ্টা করে। ◀ *শিখনফল-৪*

ক. "বঙ্গীয় স্থানীয় আইন" (Bengal Local Act) কবে পাস হয়? ১

খ. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে কী বোঝ? ২

গ. রহিম সাহেব কোন স্থানীয় সরকার এলাকার অধিবাসী? এর গঠন আলোচনা কর। ৩

ঘ. "রহিম সাহেবের কাজ সমাজে শান্তির প্রতিফলন"— বিশ্লেষণ কর। ৪

নিজেকে যাচাই করি

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়: ৩০ মিনিট; মান-৩০

১. পৃথিবীর সকল দেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ভিন্নতার কারণ কোনটি?
ক রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভিন্নতা
খ বিচিত্র স্বাধীনতার ইতিহাস
গ কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের পার্থক্য
ঘ দেশের আয়তনের ভিন্নতা

২. জেলা পরিষদের সদস্য সংখ্যা কত?
ক ৫ জন খ ৯ জন
গ ১৩ জন ঘ ২১ জন

৩. ইউনিয়ন পরিষদের কাজ কোনটি?
ক জনশৃঙ্খলা রক্ষা
খ সাধারণ পাঠাগারের ব্যবস্থা করা
গ জেলার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পর্যালোচনা
ঘ জননিরাপত্তামূলক কার্যক্রম

৪. নাগরিক স্বাধীনতার রক্ষাকবচ কোনটি?
ক সংবিধানের প্রাধান্য
খ শাসন বিভাগের প্রাধান্য
গ আইনের প্রাধান্য
ঘ বিচার বিভাগের প্রাধান্য

৫. বর্তমানে দেশে কতটি উপজেলা রয়েছে?
ক ৪৬৫টি খ ৪৮০টি
গ ৪৮৫টি ঘ ৪৯২টি

৬.

পদসোপানটি অনুযায়ী '?' চিহ্নিত স্থানে কোন পদটি হবে?
ক যুগ্মসচিব খ উপসচিব
গ সচিব ঘ সহকারী সচিব

৭. শাসন বিভাগের কাজ হলো—
i. প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা
ii. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা
iii. বিচার কাজ পরিচালনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮. বিচার বিভাগ গঠিত হয় রাষ্ট্রের সকল—
i. আদালত নিয়ে
ii. সরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়ে
iii. বিচারপতিদের নিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯. জাতীয় সংসদের নেতা কে?
ক স্পিকার খ প্রধানমন্ত্রী
গ বিরোধীদলের প্রধান ঘ চিফ হুইপ

১০. প্রধান বিচারপতি ও উচ্চ আদালতের বিচারপতিগণের নিয়োগ সাধারণত কোন বিভাগের ওপর ন্যস্ত থাকে?
ক জনসাধারণের ওপর
খ আইন সভার ওপর
গ শাসন বিভাগের ওপর
ঘ বিচার বিভাগের ওপর

১১. রাষ্ট্রপতি যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করেন সেগুলো হলো—
i. শাসন পরিচালনা
ii. আইন প্রণয়ন
iii. সরকার গঠন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২. রাষ্ট্রপতির কাজ হচ্ছে—
i. মন্ত্রিদের নিয়োগ ও দপ্তর বণ্টন
ii. সংসদ সদস্যদের অধিকার সংরক্ষণ
iii. সংসদ আহবান করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ iii ঘ i, ii ও iii

১৩. প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—
i. তিনি সংসদ নেতা ii. মন্ত্রিসভার নেতা
iii. শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
আব্দুল্লাহ আল কাফী একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান। বেশ কিছু ক্ষমতা তার রয়েছে, যদিও তার হাতে কোনো নির্বাহী ক্ষমতা নেই। তিনি দেশটির সংসদ ভেঙে গেলে বা অধিবেশন না থাকলে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনে একটি বিশেষ মাধ্যমে দেশকে সঙ্কটমুক্ত রাখেন।

১৪. আব্দুল্লাহ আল কাফী বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণে কী করতে পারেন?
ক অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন
খ প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করতে পারেন
গ সংবিধান প্রণয়ন করতে পারেন
ঘ সংবিধান সংশোধন করতে পারেন

১৫. এই ধরনের পদের মর্যাদা বাংলাদেশের—
i. সবার উপরে ii. প্রধানমন্ত্রীর উপরে
iii. প্রধান বিচারপতির সমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও iii খ i ও ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬. বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্র মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্র বিরোধ দেখা দেয়। এ নিয়ে স্থল সীমান্তে দু'দেশের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় বাংলাদেশকে যুদ্ধ ঘোষণা করতে কোনটির প্রয়োজন হবে?
ক পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সম্মতি
খ সেনাপ্রধানের সম্মতি
গ জাতীয় সংসদের সম্মতি
ঘ স্পিকারের সম্মতি

১৭. সোহেলের বাবা জাতীয় সংসদের একজন সদস্য। তিনি নিচের কোন কাজটিতে অংশ নিতে পারছেন?
ক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা
খ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা
গ দুর্যোগময় মুহূর্তে সেবা করা
ঘ শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করা

১৮. দ্বাদশ সংশোধনীর ফলে সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি বৃদ্ধি পেয়েছে—
i. নির্বাচনের ক্ষেত্রে ii. আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে
iii. পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯. সংসদের ক্ষমতা রয়েছে—
i. যুদ্ধ ঘোষণার ক্ষেত্রে
ii. আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদন করার ক্ষেত্রে
iii. সুপ্রিম কোর্টে বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২০. বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার প্রথম পদক্ষেপ কোনটি?
ক নিয়োগ পদ্ধতি
খ বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ
গ সরকারি হস্তক্ষেপ নিয়ন্ত্রণ
ঘ বেতনভাতা বৃদ্ধি

২১. আদালত মানুষের আশ্রয়স্থল—
i. ন্যায়বিচার লাভের জন্য
ii. অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য
iii. আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও iii খ i ও ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২. বিভাগের জনকল্যাণমূলক কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব কার?
ক সহকারী সচিবের খ বিভাগীয় কমিশনারের
গ অতিরিক্ত কমিশনারের
ঘ বিভাগীয় কমিশনারের ব্যক্তিগত সহকারীর

২৩. মন্ত্রী হলেন একজন—
i. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
ii. রাজনৈতিক ব্যক্তি
iii. মন্ত্রণালয়ের প্রধান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জহির সাহেব বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর পদসোপান অনুযায়ী সর্বনিম্ন স্তরের প্রশাসনিক কর্মকর্তা। তার কর্মস্থল হলো শাসনব্যবস্থার স্নায়ুকেন্দ্রস্বরূপ।

২৪. উদ্দীপকের জহির সাহেবের পদের নাম কী?
ক অতিরিক্ত সচিব খ উপ-সচিব
গ সহকারী সচিব ঘ যুগ্ম সচিব

২৫. জহির সাহেবের কর্মস্থল হলো—
i. সচিবালয় ii. মন্ত্রণালয়
iii. হাইকোর্ট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৬. গ্রাম এলাকায় জনপ্রতিনিধিত্বমূলক স্থানীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কোন প্রতিষ্ঠানটি কাজ করছে?
ক পৌরসভা খ উপজেলা পরিষদ
গ ইউনিয়ন পরিষদ ঘ জেলা পরিষদ

২৭. চৌকিদারি পঞ্চায়েত আইন ১৮৭০ এ কত সদস্যবিশিষ্ট একটি কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনা করা হতো?
ক তিন খ চার
গ পাঁচ ঘ ছয়

২৮. পূর্বে একটি ইউনিয়ন কয়টি ওয়ার্ডে বিভক্ত ছিল?
ক দুইটি খ তিনটি
গ চারটি ঘ পাঁচটি

২৯. ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলিকে প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
ক দুই খ তিন
গ চার ঘ পাঁচ

৩০. স্থানীয় সরকারব্যবস্থার ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য হলো—
i. কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন
ii. কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়
iii. অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ভোগ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

সময়: ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট; মান-৭০

১▶ মিসেস সোফিয়া ও তার চেয়ারম্যান ভাইয়ের কথোপকথন :-

মিসেস সোফিয়া: ভাইয়া তোমার পরিষদের সবাইকে ঈদের দাওয়াত দাওনি? মাত্র তো বারোজন এলেন।

চেয়ারম্যান: কেন সবাই এসেছেন। সারা দেশেই তো এ ধরনের পরিষদের সদস্য সংখ্যা একই।

মিসেস সোফিয়া: তুমি নাকি এলাকায় বিধবা ভাতা, উন্নত বীজ, সার ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করে ভালোই সুনাম করেছ?

চেয়ারম্যান: চেষ্টা তো করছি। তবে গ্রামে চোরের উপদ্রব বেড়ে গেছে।

ক. কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সর্ব নিম্নস্তরের কর্মকর্তা কে? ১

খ. জাতীয় সংসদ কীভাবে বিচার বিষয়ক ক্ষমতা প্রয়োগ করে? ২

গ. মিসেস সোফিয়ার ভাই যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান তার প্রশাসনিক কাজ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি কতটুকু সফল তা মূল্যায়ন কর। ৪

২▶

A	জাতির মুখপাত্র, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
B	পদমর্যাদায় সবার ওপরে, নিয়মতান্ত্রিক প্রধান

ছক : নির্বাহী বিভাগের দুজনের ক্ষমতার পার্থক্য

ক. অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রের আইনসভা কী নামে পরিচিত? ১

খ. কেন্দ্রীয় প্রশাসন কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ছকে উল্লেখিত 'B' ব্যক্তির দণ্ড মার্জনা করার ক্ষমতা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের 'A' ব্যক্তি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হলেও প্রজাতন্ত্রের সকল কাজ 'B' ব্যক্তির নামেই পরিচালিত হয়।— উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩▶ সম্প্রতি কোমেন নামে একটি ঘূর্ণিঝড় উপকূলীয় জেলার ওপরে আঘাত হানে। তাতে ঐ অঞ্চলের অনেক ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উপকূলীয় জেলায় নিয়োজিত জেলা প্রশাসক ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের মধ্যে নানা ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা দেন এবং বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করেন। কারণ তিনি নিজেকে উক্ত জেলার জনগণের বন্ধু ও পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান।

ক. ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সংখ্যা কত? ১

খ. অভিশংসন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কোমেনের ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সাহায্য-সহযোগিতা জেলা প্রশাসকের কোন ধরনের কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত? বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ. উক্ত জেলা প্রশাসককে জনগণের প্রকৃত বন্ধু ও পথপ্রদর্শক হতে হলে যে সমস্ত কাজ করা উচিত, তা সংক্ষেপে আলোচনা কর। ৪

৪▶ আলতাফ মাহমুদ এবং আজগর আলী দুজন বন্ধু। প্রথম ব্যক্তি যে স্থানে কাজ করেন সেখানে সমগ্র রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে নিয়ম-কানুন তৈরি হয়। দ্বিতীয় ব্যক্তি রাষ্ট্রে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেন।

ক. কোথায় প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রব্যবস্থা এখনো প্রচলিত আছে? ১

খ. 'ভেটো' ক্ষমতা কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপক অনুযায়ী জনাব আলতাফ মাহমুদ সরকারের কোন বিভাগে কাজ করেন? তার কাজ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী জনাব আজগর আলীর বিভাগ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কীভাবে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে? তোমার মতামত দাও। ৪

৫▶ আপেল মাহমুদ এমন একটি প্রতিষ্ঠানের সদস্য হতে চান যে প্রতিষ্ঠানের মোট সদস্য সংখ্যা ৩৫০ জন। এদের মধ্যে ৩০০ জন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত। তিনি প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য পদ লাভ করে দেশ ও জনগণের সেবা করে যেতে চান।

ক. গড়ে কতটি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়? ১

খ. বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর কেন্দ্রবিন্দু কোনটি? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আপেল মাহমুদ বাংলাদেশের যে প্রতিষ্ঠানের সদস্য পদ লাভ করতে চান তার ধারণা দাও। ৩

ঘ. 'উক্ত প্রতিষ্ঠানটি আইন প্রণয়ন ও সরকার গঠন বিষয়ক ক্ষমতার অধিকারী'— বিশ্লেষণ কর। ৪

৬▶ নিচের চিত্রটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

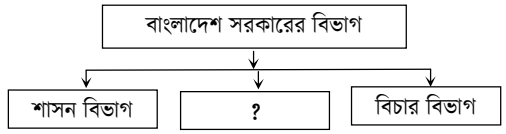

ক. একটি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান কে? ১

খ. রাষ্ট্রপতির জরুরি ক্ষমতা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. '?' চিহ্নিত বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. '?' বিভাগটি কীভাবে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৭▶ নিরব তার বাবার পাশে বসে টেলিভিশনে জাতীয় সংসদের অধিবেশন সম্প্রচার দেখছে। সে দেখতে পেল, একজন সংসদ সদস্য চিনি ও ভোজ্যতেলের দাম বৃদ্ধির জন্য বাণিজ্যমন্ত্রীকে দায়ী করে সংসদে বক্তব্য রাখছেন এবং বক্তব্যের শেষে বাণিজ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ পর্যন্ত দাবি করেছেন। এরূপ দেখে নিরব প্রশ্ন করে মন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের কাজের ওপর সংসদের ক্ষমতা কতটুকু? উত্তরে নিরবের বাবা বলেন, 'আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদ সার্বভৌম'।

ক. কোন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি দেশের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান? ১

খ. বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম একটি অঙ্গ হলো বিচার বিভাগ — ব্যাখ্যা কর। ২

গ. নিরব টেলিভিশনে জাতীয় সংসদের কোন বিশেষ ক্ষমতা ও কার্যাবলি প্রত্যক্ষ করল? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. নিরবের প্রশ্নের জবাবে তার বাবার উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৮▶ মি. মিতেরা একটি দেশের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। সংবিধান ও আইন অনুযায়ী প্রদত্ত সকল দায়িত্ব ও ক্ষমতা তিনি প্রয়োগ করেন। দেশের সরকার গঠন, শাসন পরিচালনা, আইন প্রণয়ন, প্রতিরক্ষা ও কূটনীতি বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো তিনিই সম্পাদন করেন।

ক. বর্তমান বাংলাদেশের প্রশাসনিক স্তর কয়টি? ১

খ. বাংলাদেশে আইনবিভাগ শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে কীভাবে? ২

গ. মি. মিতেরা বাংলাদেশে কোন পদমর্যাদার ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশে উক্ত পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তার ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা কর। ৪

৯▶ জনাব 'ক' সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এ বিভাগের কাজ হলো আইন ভঙ্গকারীকে শাস্তিপ্রদান, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা নাগরিকের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার রক্ষা করা। জনাব 'ক' রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ লাভ করেছেন।

ক. শাসন বিভাগের অপর নাম কী? ১

খ. শাসন বিভাগ কাদেরকে নিয়ে গঠিত? ২

গ. জনাব 'ক' সরকারের কোন বিভাগে কর্মরত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব 'ক' যে বিভাগে কর্মরত সেটির ক্ষমতা ও কার্যাবলি বিশ্লেষণ কর। ৪

১০▶ জনাব শহিদুল ইসলাম প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত একটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার প্রধান। তার অধীন আরো ১২ জন সদস্য আছেন। তার এলাকার আওতাধীন নবীনপুর গ্রামের একটি রাস্তা সংস্কারের জন্য ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পান। রাস্তা সংস্কারের সময় কিছু অসাধু ব্যক্তি বরাদ্দকৃত টাকা আত্মসাৎ করার চেষ্টা করে। কয়েকজন যুবক বিষয়টি নিয়ে জনাব শহিদুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি রাস্তাটি সঠিকভাবে সংস্কারের নির্দেশ দেন।

ক. মন্ত্রণালয়ের প্রধান কে? ১

খ. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব জনাব শহিদুল ইসলাম কোন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার প্রধান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের যুবকদের কাজের মধ্যে নাগরিকের নেতৃত্বের প্রশিক্ষণেরও বিকাশ ঘটেছে" উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

১১▶ 'ক' দেশটি একটি গণতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল দেশ। এটি তবে অধিবাসীদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে এবং দেশের অভ্যন্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। সম্প্রতি দেশটি দক্ষিণ অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক শরণার্থী প্রবেশ করেছে। এর ফলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঝুঁকির মুখে পড়েছে।

ক. স্থানীয় সরকার কী? ১

খ. সুশাসন বলতে তুমি কী বোঝ? ২

গ. উপরে উল্লেখিত পরিস্থিতিতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সরকারের কোন বিভাগের ওপর? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "এই বিভাগের সব কার্যাবলি আইনসভা নিয়ন্ত্রণ করে"— ব্যাখ্যা কর। ৪

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি | মডেল প্রশ্নপত্রের উত্তর

১	ক	২	ঘ	৩	ক	৪	গ	৫	ঘ	৬	গ	৭	ক	৮	খ	৯	খ	১০	গ	১১	ঘ	১২	গ	১৩	ঘ	১৪	ক	১৫	খ
১৬	গ	১৭	ঘ	১৮	ক	১৯	ক	২০	ক	২১	খ	২২	খ	২৩	গ	২৪	গ	২৫	ক	২৬	গ	২৭	গ	২৮	খ	২৯	ক	৩০	খ